রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

কাব্যিক বাংলা অনুবাদ

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

ইংরেজী অনুবাদ
এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড এর
প্রথম সংস্করণ ১৮৫৯ থেকে
ইবুক প্রকাশনা ফেব্রুয়ারী ২০২০

প্রকাশনায়ঃ ফোরাম ফর কালচার এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট



রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম

এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড এর
1st Edition, published in 1859
ইংরেজী থেকে অনুবাদ

চিত্রঃ এডমুন্ড ডূলাক



বাংলা অনুবাদঃ
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
ঢাকা, বাংলাদেশ। ফেব্রুয়ারী ২০২০



The Project Gutenberg EBook of Rubaiyat of Omar Khayyam, by Omar Khayyam

Title: Rubaiyat of Omar Khayyam
Translated into English Verse

Author: Omar Khayyam
Illustrator: Edmund Dulac

English Translator: Edward Fitzgerald
Bengali Translator: Sultan Muhammad Razzak

Release Date: February 29, 2020
[EBook #35260]
Language: Bengali & English
Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK RUBAIYAT OF OMAR KHAYYAM ***

The Project Gutenberg EBook

EBook is Free,

Bengali PDF Ebook published by: Forum for Culture and Human Development

Hard copy: price: Tk. 300, USD: $ 5 only.

স্মরণ:

আমার পিতা মাতা-

শাহাদত হোসেন
আকলিমা খাতুন

আমার জীবন শিক্ষার আমৃত্যু শিক্ষক-

উপহার



অনুবাদকের কিছু কথা

রুবাঈ পারস্য সাহিত্যের চতুষ্পদী কবিতা। রুবাইয়াৎ শব্দটি রুবাইয়ের প্লুরাল অর্থাৎ একগুচ্ছ রুবাইকে রুবাইয়াৎ বলা হয়। পারসিক কবিতার এই ধরণ হাজার বছরের পুরোন। এ রকম একটি প্রচলিত শ্রুতি আছে যে আবুল হাসান রোদেকি নামের একজন প্রাচীন কবি সর্বপ্রথম এই ধ্রুপদী ধারার চতুষ্পদী কবিতার প্রচলন করেন। রুবাইয়াতের বিশ্বব্যপী উৎকর্ষতার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। তবে বিশ্ব বিখ্যাত পারসিক দার্শনিক জ্যোতিষবিদ ও গণিতবিদ ওমর খৈয়ামের(১০৪৮-১১৩৩) লেখা রুবাইকে উৎকর্ষতার শীর্ষে নিয়ে যায়।

উনিশ শতকে ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড প্রথমে ৭৫ টি অনুবাদ করে একটি চটি বই প্রকাশ করেন। মূল্য ১ পেনি। দুই বছরে তার একটি কপিও বিক্রী হয়নি। পরবর্তীতে বইয়ের দোকানের বাইরে ফেলে রাখা হয় ১ সিলিং মূল্য ধরে। তারপর তা বিক্রী হয়ে যায়। রুবাইয়াতের মিরাকেল শুরু হয় তারপর থেকে। সময়ের দীর্ঘ পথে এত আলোড়ন সৃষ্টি করা বই আমার জানামতে আর নেই। বর্তমান বিশ্বের বেশীরভাগ চলমান ভাষায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। Edward FitzGerald এর রুবাইয়াৎ অফ ওমর খৈয়াম ১৮৫৯-১৮৮৯ পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণ - ১৮৫৯ (৭৫টি রুবাইয়াৎ)
দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৮৬৮ (১১০ টি রুবাইয়াৎ)
তৃতীয় সংস্করণ- ১৮৭২ (১০১ টি রুবাইয়াৎ)
১৮৭৮ সালে আমেরিকাতে প্রথম প্রকাশ হয় ১০১ রুবাই নিয়ে।
চতুর্থ সংস্করণ- ১৮৭৯ (১০১ টি রুবাইয়াৎ)
এবং পঞ্চম সংস্করণ- ১৮৮৯ (১০১ টি রুবাইয়াৎ)
এরমধ্যে আরো অনেকে ওমর খৈয়াম এর রুবাইয়াৎ করেন। এবং আজ পর্যন্ত চলছে। আমি ১ম সঙ্গস্কণের ৭৫ পর্যন্ত অনুবাদ করে এই ইবুকের সূচনা করলাম। তবে Edward FitzGerald এর ৫ম সংস্করণের মোট

১০১ রুবাই নিয়ে অচিরেই আপনাদের সামনে হাজির হবো বলে আশা করি। কবি Edward FitzGerald তাঁর প্রতি সংস্করণে লেখার কিছু পরিবর্তন করেছেন।

রূবাইয়াৎ এর কাব্যিক অনুবাদ হয়েছে। আমার মনেহয় মূল ফার্সি থেকে যত না অনুবাদ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী অনুবাদ হয়েছে Edward FitzGerald এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে। এরকমও কারো কারো অভিমত চোখে পড়েছে, বর্তমান পৃথিবীতে পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলোর পরে যে বইটি বেশী বিক্রি হয়, তা হলো, ওমর খৈয়ামের রূবাইয়াৎ। আজকে যে রুবাইগুলো মানুষকে আপ্লুত সেই রুবাইগুলো অবহেলায় পড়েছিল প্রায় ৭০০ বছর! Edward FitzGerald অনুদিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ৭৫টি রুবাই নিয়ে। সে গ্রন্থে অনুবাদকের কোন নাম ছিলনা। দ্বিতীয় সংস্করণটি ১১০ টি রুবাইয়ৎ নিয়ে। পরবর্তী ৩য়, চতুর্থ এবং ৫ম সংস্করণ বের হয় ১০১টি রুবাইয়াৎ নিয়ে। Edward FitzGerald তার অনুদিত রুবাইয়াৎগুলো সব সময়ই ঘষামাজা করতেন, যার কারণে, কোন কোন রুবাইয়ের শব্দচয়নে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। সাহিত্যমোদিরা প্রায়ই ওমর খৈয়ামের যে দু'টি রুবাই আড্ডা, মজলিশে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন, এই দুটি তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য। আমি FitzGerald এর অনুবাদ করতে গিয়ে এবং, কিন্তু, আর এ ধরণের সংযোজক অব্যয়গুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। তার উদ্দেশ্য ওমর খৈয়াম রুবাই রচনায় যে আত্মকথনে নিমগ্ন থাকতেন- তাকে উপলব্ধির চেষ্টা করা।

আমি কখনোই ভাবি নাই, Edward FitzGerald এর বইটি অনুবাদ করার কথা।

বাংলায় ওমর খৈয়ামের যত অনুবাদ হয়েছে, অন্য কোন ভাষায় এত অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে ইংরেজিতে হাতে গোণা কয়েকজনের অনুবাদ রয়েছে। আমি নিজে ২০০০ এর বেশি মৌলিক রুবাই লিখেছি। ১০০০ রুবাই নিয়ে একটি বইও প্রকাশ করেছি। আরো দুটি বই প্রকাশের ইচ্ছা আছে। "বিদর্শন" বলে আত্মদর্শন যুগ্ম রুবাই গ্রন্থ শেষের পথে- এবং আমার মগ্ন রুবাই "মানবী এবং বিকেলী ফুল" লিখছি।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, বাংলায় এতো অনুবাদ থাকতে আমি আবার কেন উদ্যোগী হলাম। তার উত্তর হলো FitzGerald লেখায় আমি একজন দার্শণিক, গাণিতিক ওমর খৈয়ামের কবি মনের সন্ধান পাই, বাংলায় যে সব ভাবঅনুবাদ রয়েছে এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড যা লিখেছেন আমি তার স্বাদ পাইনা। আমার কাছে মনে হয়েছে তারা তাদের ভাবে ভীষণভাবে আবেশিত হয়ে অনেক দূরে চলে গেছেন। আমি ওমর খৈয়ামের অনেকের ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি যেমন এডওয়ার্ড হুউইন- যিনি ২৫০টি রুবাই অনুবাদ করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের অনেক দিকপাল তাঁর অনুবাদকে বরং ওয়মর খৈয়ামের কাছকাছি বলেছেন। ক্ল্যাসিক সাহিত্য বিশেষ কবিতা অনুবাদ এবং তা যদি প্রায় হাজার বছরের পুরোন হয়, কবির বোধ, ভাষা, দর্শণ সবকিছুকেই অনুবাদ করতে হয় আধুনিক ভাষায়। আমার মত অজ্ঞ এবং অলস মানুষের জন্য এটা একটি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কান্তিচন্দ্র ঘোষের 'রোবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম' অনুবাদ গ্রন্থে আশীর্বাদ বাণীতে লিখেছেন ' এ রকম কবিতা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার ছাঁচে ঢেলে দেওয়া কঠিন। কারণ এর প্রধান জিনিষটা বস্তু নয় গতি। ফিটজ জেরাল্ডও তাই ঠিকমত তরজমা করেননি-' । কবি ফিটজ জেরাল্ডও নিজেও তাই বলেছেন, ভাব নিয়ে নতুনভাবে রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় ওমর খৈয়াম এর রুবাইয়াত অনুবাদ অনেকেই করেছেন, চেনা অচেনা মিলে শতাধিক কবি। তারাও বেশীর ভাগ, ভাব নিয়ে নতুনভাবে রচনা করেছেন। আমি ফার্সি জানিনা বিধায় প্রথমেই ঘোষণা দিয়েছিলাম, আমি ফিটজচজেরাল্ড থেকে অনুবাদ করছি। কারণ হলো নিজের অনুবাদ সম্পর্কে নিজের অনেক কথা আছে যা আমরা পড়িনা- তা দেখা প্রয়জোন মনে করে একটুকু সংযোজন করলাম "FitzGerald's translation is rhyming and metrical, and rather free. Many of the verses are paraphrased, and To a large extent, the *Rubaiyat* can be considered original poetry by FitzGerald loosely based on Omar's quatrains rather than a "translation" in the narrow sense."

আমি ফিটজজেরাল্ডএর লেখার কাছে থাকার চেষ্টা করছি। আমি FitzGerald এর আরেকটু কাছে গিয়ে ওমর খৈয়ামকে অনুভব করতে চেয়েছি মাত্র।



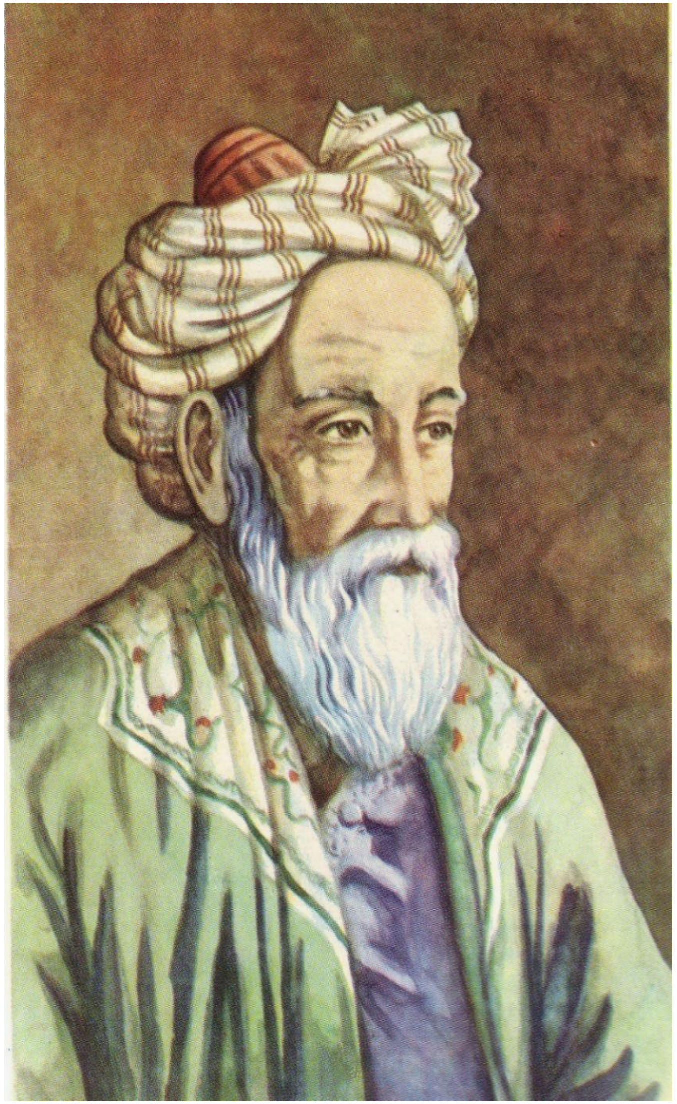
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সংস্কৃতি শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ । উন্নয়ন, সংস্কৃতি, অনলাইন শিক্ষা ও সৃজনশীল যোগাযোগের ক্ষেত্রে আন্তজার্তিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাবল পিএইচডি অর্জন ।

সৃজনশীল উন্নয়ন, শিক্ষা সংস্কৃতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য তিনি বহুবার আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত। জাতীয় পর্যায়ে, মঞ্চের শ্রেষ্ঠ পান্ডুলিপির রচনায় তিনবার পুরস্কার লাভ। এখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুপারভাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শখঃ পড়াশোনা, লেখালেখি, ছবি দেখা, ভ্রমণ, বন্ধুত্ব আর আড্ডা।

জন্ম পাবনায়।



ওমর খৈয়াম

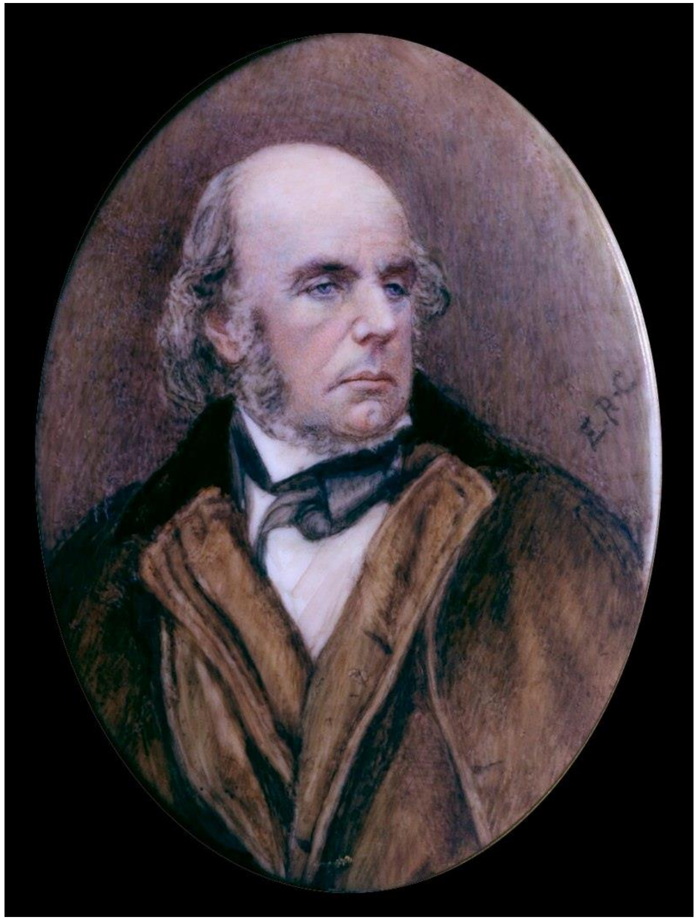
গিয়াসউদিন আবুলফাতেহ ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল-খৈয়াম নিশাপুরি (***Ghiyāth ad-Dīn Abu'l-Fatḥ ʿUmar ibn Ibrahim al-Khayyām Nīshāpūrī*** (/ˈoʊmɑːr kaɪˈjɑːm, -ˈjæm, ˈoʊmər /; ফার্সি: غياث الدين ابوالفتح عمر ابراهيم خيام نيشابورى, উচ্চারণ [xæjˈjɒːm]; জ. মে ১৮ ১০৪৮ -মৃ. ডিসেম্বর ৪, ১১৩১ (একজন ইরানের কবি, গণিতবেত্তা, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ।[৩] ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করার পর যুবা বয়সে তিনি সমরখন্দে চলে যান এবং সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এর পর বুখারায় নিজেকে মধ্যযুগের একজন প্রধান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার বীজগণিতের গুরুত্বপূর্ণ "Treatise on Demonstration of Problems of Algebra" গ্রন্থে তিনি ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানের একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এই পদ্ধতিতে একটি পরাবৃত্তকে বৃত্তের ছেদক বানিয়ে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করা হয়। ইসলামি বর্ষপঞ্জি সংস্কারেও তার অবদান রয়েছে।

তিনি তার কবিতা সমগ্র, যা ওমর খৈয়ামের রূবাইয়াত নামে পরিচিত, তার জন্য বিখ্যাত। তার কাব্য-প্রতিভার আড়ালে তার গাণিতিক ও দার্শনিক ভূমিকা অনেকখানি ঢাকা পড়েছে। ধারণা করা হয় রনে দেকার্তের আগে তিনি বিশ্লেষণী জ্যামিতি আবিষ্কার করেন।তিনি স্বাধীনভাবে গণিতের দ্বিপদী উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। বীজগণিতে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান তিনিই প্রথম করেন। বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত দিতে বলা হলে বিশ্বসাহিত্য কিংবা ইতিহাসে যাদের নাম উপেক্ষা করা কঠিন ওমর খৈয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম ও শীর্ষস্থানীয়।[৪] দর্শন ও শিক্ষকতায় ওমরের কাজ তার কবিতা ও বৈজ্ঞানিক কাজের আড়ালে অনেকখানি চাপা পড়েছে বলে মনে করা হয়।

মধ্যযুগের মুসলিম মনীষা জামাকসারি ওমর খৈয়ামকে "বিশ্ব দার্শনিক " হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনেক সূত্রে জানা গেছে তিনি নিশাপুরে তিন দশক ধরে শিক্ষকতা করেছেন। ইরান ও পারস্যের বাইরে ওমরের একটি বড় পরিচয় কবি হিসাবে। এর কারণ তার কবিতা বা রুবাই এর অনুবাদ এবং তার প্রচারের কারণে।

ইংরেজি ভাষী দেশগুলোতে এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায়। ইংরেজ মনিষী টমাস হাইড প্রথম অ-পারস্য ব্যক্তিত্ব যিনি প্রথম ওমর কাজ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তবে, বহির্বিশ্বে খৈয়ামকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেন এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড। তিনি খৈয়ামের ছোট ছোট কবিতা বা রুবাই অনুবাদ করে তা রুবাইয়্যাতে ওমর খৈয়াম নামে প্রকাশ করেন।

সূত্রঃ উইকিপিডিয়া



Edward FitzGerald

Edward FitzGerald was born Edward Purcell at Bredfield House in Bredfield, around 2 miles north of Woodbridge, Suffolk, England, in 1809. In 1818, his father, John Purcell, assumed the name and arms of his wife's family, the FitzGeralds.[2] His elder brother John used the surname Purcell-Fitzgerald from 1858.[3] The family's name change occurred shortly after FitzGerald's mother inherited her second fortune. She had previously inherited over half a million pounds from an aunt, but in 1818, her father died and left her considerably more than that. The FitzGeralds were one of the wealthiest families in England. Edward FitzGerald later commented that all of his relatives were mad; further, that he was insane as well, but was at least aware of the fact.[4] In 1816, the family moved to France, and lived in St Germain as well as Paris, but in 1818, after the aforementioned death of his maternal grandfather, the family had to return to England. In 1821, Edward was sent to King Edward VI School, Bury St Edmunds. In 1826, he went on to Trinity College, Cambridge.[5] He became acquainted with William Makepeace Thackeray and William Hepworth Thompson.[2] Though he had many friends who were members of the Cambridge Apostles, most notably Alfred Tennyson, FitzGerald himself was never offered an invitation to this famous group.[*citation needed*] In 1830, FitzGerald left for Paris, but in 1831

was living in a farmhouse on the battlefield of Naseby.[2] Needing no employment, FitzGerald moved to his native Suffolk, where he lived quietly, never leaving the county for more than a week or two while he resided there.

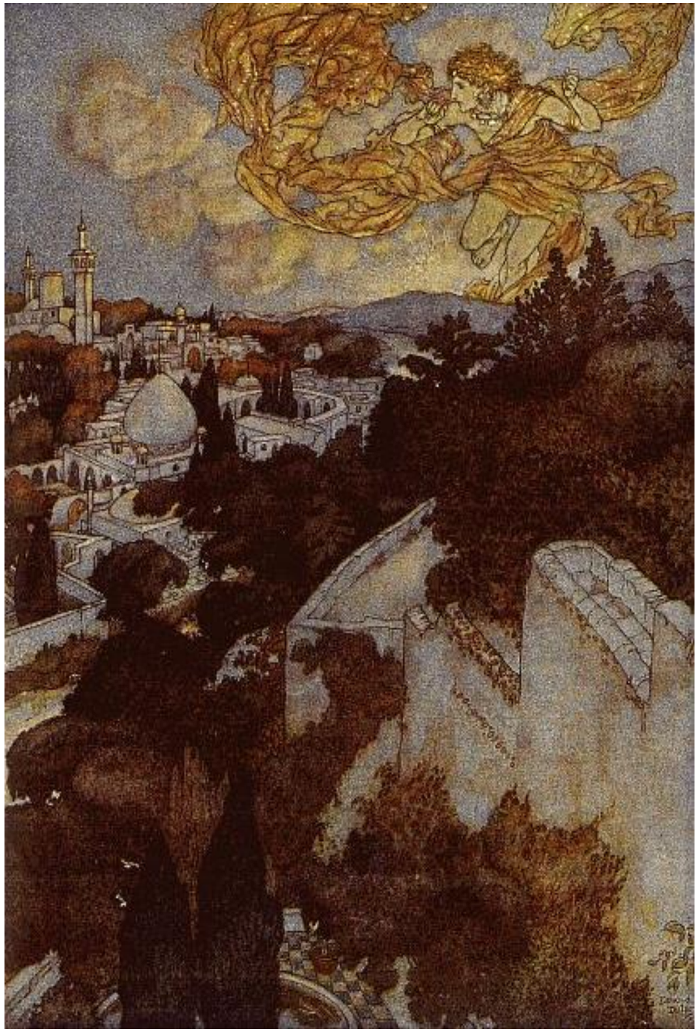
Until 1835, the FitzGeralds lived in Wherstead, then moved until 1853 to a cottage in the grounds of Boulge Hall, near Woodbridge, to which his parents had moved. In 1860, he again moved with his family to Farlingay Hall, where they stayed until in 1873.

Their final move was to Woodbridge itself, where FitzGerald resided at his own house close by, called Little Grange. During most of this time, FitzGerald was preoccupied with flowers, music, and literature. Friends like Tennyson and Thackeray had surpassed him in the field of literature, and for a long time FitzGerald showed no intention of emulating their literary success. In 1851, he published his first book, *Euphranor*, a Platonic dialogue, born of memories of the old happy life in Cambridge. This was followed in 1852 by the publication of *Polonius*, a collection of "saws and modern instances," some of them his own, the rest borrowed from the less familiar English classics. FitzGerald began the study of Spanish poetry in 1850 at Elmsett, followed by Persian literature at the University of Oxford with Professor

Edward Byles Cowell in 1853.[2] FitzGerald married Lucy, daughter of the Quaker poet Bernard Barton, in Chichester on 4 November 1856, after a death-bed promise to Bernard made in 1849 to look after her. The marriage was unhappy and the couple separated after only a few months,[6] despite having known each other for many years, including collaborating on a book about her father's works in 1849.

সূত্রঃ উইকিপিডিয়

ধ্রুপদী কবিতার
হে পাঠক
আপানাকে স্বাগতম!


তারার আলোর ছুটছে পাথর, উদয়ন হোক উষা আবার।

১
আবার জাগো প্রভাতের তরে, নিকষি আঁধার ভেদ করে
রাতের তারারা আলোর কণার ছুঁড়ছে পাথর আকাশ জুড়ে;
এবং দেখ পূব শিকারী, কি যে অবাক চমৎকারী-
আলোর ফাঁদে জড়িয়ে দিল সুলতানের মিনার চূড়ে!

Awake! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the Stone that puts the Stars to Flight:
And Lo! the Hunter of the East has caught
The Sultán's Turret in a Noose of Light

২
সুবেহসাদিকে স্বপ্ন দেখি, রাতের বিদায় উষার ঢেউ,
সরাইখানার হল্লা ঘোরে, শুনছি যেন হাঁকছে কেউ!
ওঠরে বাছা, ঝিমাসনে আর পেয়ালাতে ঢাল দ্রাক্ষা সার;
ফুরিয়ে গেলে জীবন সুরা, শুকিয়ে যাবে জীবন ঢেউ!

Dreaming when Dawn's left hand was in the sky
I heard a voice within the tavern cry
Awake my little ones and fill the cup
Before life's liquor in its cup be dry

৩
আগে থেকেই দাঁড়িয়ে যারা- মোরগডাকা শান্ত ভোর,
উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে ডাকে, সরাইখানার খোলরে দোর;
জানিস তো তুই ভালো করে, ক্ষণিক জীবন চরাচরে,
একবার কেউ গেলে গোরে, তার কখনো হয়না ভোর!

And as the cock crew, those who stood before
The tavern shouted – Open then the Door!
You know how little while we have to stay
And once departed, may return no more.

৪
নওরোজের এই মধুক্ষণে, একাকীত্বের নির্জনে,
অপ্রাপ্তি আর ইচ্ছেগুলো কথা বলে দিল সনে!
কোথায় গেল আগুনজ্বলা বৃক্ষশাখায় মুসার হাত,
কোথায় যিশুর অলীকমায়া-বিশ্ব অবাক দর্শনে।

Now the New Year reviving old Desires,
The thoughtful Soul to Solitude retires,
Where the WHITE HAND OF MOSES on the Bough
Puts out,and Jesus from the Ground suspires.

৫
ইরাম বিলীন হয়েছে কবেই, বিলীন সাথে গোলাপরাও,
জামশিদের সাত বলয়ের, স্বর্ণ পেয়ালা নেই কোথাও!
কিন্তু আজও দ্রাক্ষা বনে, মদিরা চুনি উৎপাদনে,
আজও উছল জলের ধারায় সিক্ত প্রাচীন বাগানটাও!

Irám indeed is gone with all its Rose,
And Jamshýd's Sev'n-ring'd Cup where no one knows;
But still the Vine her ancient Ruby yields,
And still a Garden by the Water blows.

৬
এবং দাউদ চুপ করে থাকে - মদিরা সিক্ত স্বর্গ সুখ,
পেহলেভিতে চিৎকার করে, বুলবুলিটা ভাসায় বুক,
গোলাপে চেয়ে আকুল আঁখি,শরাবশরাব কাঁদিছে পাখি
লাল শরাবের লালিমায় তার, বদলে গালের হলুদটুক!

And David's Lips are lock't; but in divine
High piping Péhlevi, with "Wine! Wine! Wine!
"Red Wine!"—the Nightingale cries to the Rose
That yellow Cheek of her's to'incarnadine.

৭
শরাব ঢালো পেয়ালাতে সই, আগুনভরা ফাগুন বুক,
দাও গো ছুড়ে আস্তাকুঁড়ে, শীতল বিষাদ সাজের দুখ!
নেইতো থেমে কালের পাখি, ভাবছো পথের আরো বাকি!
তাকিয়ে দেখ, উড়ছে সেযে, নয়তো কারো পরান্মুখ!

Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring
The Winter Garment of Repentance fling:
The Bird of Time has but a little way
To fly—and Lo! the Bird is on the Wing.

৮
এবং দেখ, দিনের সাথে, হাজার ফুল উঠছে ফুটে,
তেমন আবার, হাজার তারা এই মাটিতে পরে লুটে!
গ্রীষ্মকালের প্রথম মাসে, কত গোলাপ ধরায় আসে;
কায়কোবাদ আর জামশিদকে নিলো তারা আঁধারপুটে!

And look—a thousand Blossoms with the Day
Woke—and a thousand scatter'd into Clay:
And this first Summer Month that brings the Rose
Shall take Jamshýd and Kaikobád away.

৯
খৈয়াম বুড়ো বলছে শোন, বদলে যায় যে নিয়তি রোজ,
কায়কোবাদ আর কায়খসরুর দরকার নাই আজকে খোঁজ,
যেমন খুশি তেমন করে, রুস্তম শুয়ে থাক কবরে,
কে রাখে আজ খবর বল-হাতেমতাইয়ের সান্ধ্য ভোজ!

But come with old Khayyám, and leave the Lot
Of Kaikobád and Kaikhosrú forgot:
Let Rustum lay about him as he will,
Or Hátim Tai cry Supper—heed them not.

১০
আমি সেথায় থাকি যেথা, গুল্মলতার শ্যামল বন,
ঠিক ধারে তার গনগনে এক রুক্ষ মরুর হুতাশন!
সেথায় বিভেদ কেউনা মানে, ক্রীতদাস আর সুলতানে
তাদের কৃপায় বহাল যেন মাহমুদ শাহের সিংহাসন।

With me along some Strip of Herbage strown
That just divides the desert from the sown,
Where name of Slave and Sultán scarce is known,
And pity Sultán Mahmúd on his Throne.



এই এখানে বৃক্ষ ছায়ায়, আমি এবং তুমি আর…..

১১

এই এখানে বৃক্ষ ছায়ায়, আমি এবং তুমি আর,
টুকরো রুটি, রঙিন শরাব, আবেগী বই কবিতার;
পাশে তুমি গাইছো গান, বুনো আবেশ, মগ্ন প্রাণ,
এইতো আমার সুখস্বর্গ, তুচ্ছজীবনে চাই কি আর?

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.

১২

কেউবা দেখ, নশ্বরতায় খোঁজেন মধুর জীবন সুখ,
কেউবা আবার, পরকালে, স্বর্গ আশে বাধেন বুক!
লুফেনে তুই নগদ যা পাস, বাকীর খাতা অদৃশ্য ফাঁস;
শুনতে ভালোই দূরের বাজনা, বাস্তবে তা কতটুক?

"How sweet is mortal Sovranty!"—think some:
Others—"How blest the Paradise to come!"
Ah, take the Cash in hand and wave the Rest;
Oh, the brave Music of a distant Drum!

১৩
মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখি, সদ্য ফোটা গোলাপ সই,
সে হেসে কয় এই ধরাতে, আমার মত শোভা কই;
হঠাৎ বুনো হাওয়ার তোড়ে, পাপড়িগুলো খুলে পড়ে,
ধুলায় হেলায় গড়ায় তারা; রুপ-সৌরভ রইলো কই!

Look to the Rose that blows about us—"Lo,
"Laughing," she says, "into the World I blow:
"At once the silken Tassel of my Purse
"Tear, and its Treasure on the Garden throw."

১৪
জাগতিক এই হৃদয় বাগানে স্বপ্নের ফুল কত ফোটে,
হয়তো কিছু সুরভিত তার, কত বেনামে আঁধারে লোটে!
যেমন তপ্ত মরুর পরে, তুষারের কণা ঝলমল করে,
সেতো নিছকই ক্ষণিকের তরে, দীর্ঘকালের নয় মোটে।

The Worldly Hope men set their Hearts upon
Turns Ashes—or it prospers; and anon,
Like Snow upon the Desert's dusty Face
Lighting a little Hour or two—is gone.

১৫
এবং যারা বুকের মায়ায় স্বপ্ন বীজের আবাদকার,
এবং ছড়ায় স্বপ্ন যারা, বৃষ্টি যেন তোড় হাওয়ার!
যতই মাটি হোক্লা ভিজে, একবারই প্রাণ জাগে বীজে,
একবার কেউ গেলে গোরে, হয় না জন্ম আরেকবার!

And those who husbanded the Golden Grain,
And those who flung it to the Winds like Rain,
Alike to no such aureate Earth are turn'd
As, buried once, Men want dug up again.

১৬
ভেবেছো কখনো, ভঙ্গুর এই পান্থশালায় রাত্রিদিন,
আসা যাওয়ার দুই দরোজা-মাঝখানে জীবন রঙিন;
জাঁকজমকে জলসাঘরে, আসছে একা একের পরে,
ক্ষনিক থেকে সুলতানেরাও - হারিয়ে যাচ্ছে চিরদিন!

Think, in this batter'd Caravanserai
Whose Doorways are alternate Night and Day,
How Sultán after Sultán with his Pomp
Abode his Hour or two, and went his way.

১৭

বলছে লোকে, জামশিদের নেশায় বুঁদের জলসাঘর,
সেথায় এখন সিংহ চরে, গিরগিটিরা ধূলার পর!
বাহরাম নামে সে শিকারী, চারদিকে যার প্রতাপ জারী,
বুনো গাধার ক্ষুরের শব্দ, আজকে কাঁপায় তার কবর!

They say the Lion and the Lizard keep
The Courts where Jamshýd gloried and drank deep:
And Bahrám, that great Hunter—the Wild Ass
Stamps o'er his Head, and he lies fast asleep.

১৮

মাঝেমাঝেই ভাবি আমি সবচে লালি গোলাপটার,
জন্ম সেথায়, শুয়ে যেথায়, রক্তমাখা বীর সিজার!
সকল গুল্ম পুস্পপ্রাণ, বাগানগুলোর বাড়ায় শান,
হয়তো সে ফুল শোভা ছিল, রূপবতীর কালো খোঁপার!

I sometimes think that never blows so red
The Rose as where some buried Cæsar bled;
That every Hyacinth the Garden wears
Dropt in its Lap from some once lovely Head.

১৯

এবং দেখ তরতাজা এই গুল্ম পাতা কি সবুজ,
পালক ছোঁয়া নদীর চুমু লেগে আছে কি অবুঝ
কি মিহি যে পরম ছোঁয়া, কে জানে, সে গেছে খোয়া
ভালোবাসার ঠোঁট ছুঁয়েছে, অদেখা এক রাত-সুরুজ।

And this delightful Herb whose tender Green
Fledges the Rivers Lip on which we lean-
Ah! lean upon it lightly! for who knows
From what once lovely Lip it slrings unseen!

২০

চাঁদনী আমার, দ্রাক্ষারসে, পেয়ালা খানি দাও ভরে,
ভবিষ্যতের ভয়গুলো আর অতীত দুঃখ যাক সরে।
আগামীকাল থাকনা পরে, অনাদিকালের শূন্য ঘরে-
হয়তো কালকে সাত হাজারী অতীত ঘরে রইবো পড়ে।

Ah! my Beloved, fill the cup that clears
To-day of past Regrets and future Fears.
To- morrow! Why tomorrow I may be
Myself with Yesterday's Sev'n Thousand Years.

২১
দেখ, তারাও ছিল প্রিয়; যারা সেরা নান্দনিক,
ভাগ্য এবং সময় তাদের দ্রাক্ষারসে হারাতো দিক।
পেয়ালা পান-চক্রাকারে, অথবা দুজন এপারওপারে-
তারাও নীরবে একে একে সায়াহ্নেতে ফেরায় দিক।

Lo' some we loved, the loveliest and the best,
That Time and fate of their vintage prest.
Have drunk their cup a Round or two before-
And one by one crept silently to Rest.

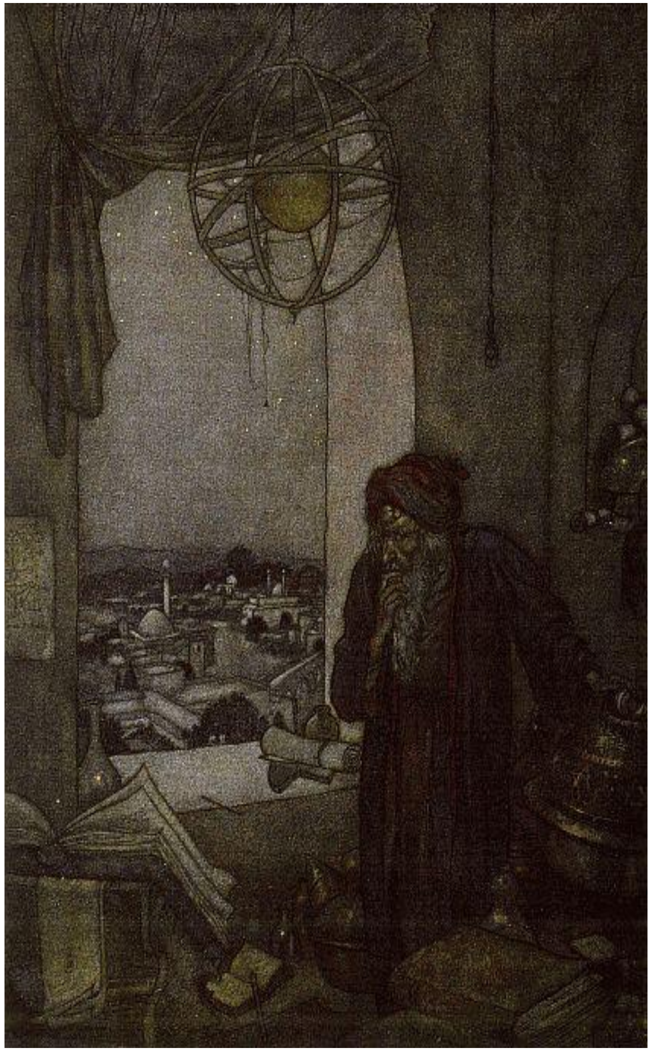
২২
এবং যারা আমরা এখন ঘর বেধেছি ফুল্লতায়,
ঝরলে তারা; গ্রীষ্ম আবার নূতন ফুলে বন সাজায়!
নিশ্চিত যে মোদের সবাই, মাটির নীচে বিশ্রামে ঠাই;
পালঙ্ক আর সাজাও কেন- তোমরা বল কার আশায়?

And we, that now make merry in the Room,
They left, and summer dresses in new Bloom.
Ourselves must we beneath the Couch of Earth
Descend, ourselves to make a couch - for whom?

২৩
পান করে নাও যা পারো তা, মাটির ধূলোয় মেশার আগে,
যে রুপ রসের ফুল ফুটেছে, জীবন নামের এই ফাগে।
আর সবই তো মাটির ধূলো; মিথ্যে ধূলোর স্বপ্নগুলো-
না আছে শরাব, না আছে গীত, না আছে সাকী শেষবাগে!

Ah,make the most of what we yet may spend,
Before we too into the dust descent,
Dust into dust and under Dust to, lie;
Sans wine, Sans Song, Sans Singer, and sans End.





কেউবা শুধু খোঁজে মধু, আজকেই যেন শেষের দিন

২৪

কেউবা শুধু খোঁজে মধু, আজকেই যেন শেষের দিন
আগামীকালের আশায় চেয়ে অনেক আছে অর্বাচীন
অন্ধকারের মিনার থেকে, কে যেন কয় ডেকে ডেকে
এখানে আর সেখানে- বোকা, পুরস্কারের নেইতো চিন।

like for those who for To day prepare,
And those that after a Tomorrow stare.
A Muazzin from the Tower of Darkness cries;
" Fools your Reward is neither Here nor There."

২৫

কেন যে সকল সন্ত সাধু, সব জান্তার ভাব ধরে,
উঁচু গলায় ব্যাখ্যা করে দো'জাহানকে হাতে করে;
নির্বোধ সে ভাববাদীরা- নিন্দিত তার কসম কীরা-
তাদের বাণী যত্রতত্র, আজকে পথের ধূলোয় পরে।

Why all the saints and sages who discuss'd,
Of the Two worlds so learnedly, are thrust
Like foolish prophets forth; their words to scorn
And scatter'd, and their Mouths are stopt with Dust.

খৈয়াম বুড়োর কথা শোন, জ্ঞানবেত্তা থাক দূরে,
নিশ্চিত সেই সত্য জেনো, জীবন সবার যায় ফুরে,
নিশ্চিত সেই সত্য সাকী, মিথ্যে সবি আর যা বাকী
একবার ফোটে যে ফুল ভুবনে, মরে কিন্তু চিরতরে।

Oh, come with old Khayyam, and leave the wise
To talk, one thing is certain, that life flies,
One thing is certain, and the rest is lies;
The flower that once has blown for ever dies

২৭
যখন দীপ্ত তরুণ ছিলাম, জানার ইচ্ছা ছিল ঢের,
যুক্তিতর্ক শুনেছি নীরবে, বৈদ্য এবং সন্তদের;
নানা বিষয়ে হাজার বার, সবই তার যেন শূন্যসার,
শূন্য মনে গিয়েছি সেখানে, শূন্য মনেই এসেছি ফের।

Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint, and heard great Argument
About it and about: but evermore
Came out by the same Door as in I went.

২৮
তাদের সাথে আমিও ছিলাম বুনেছিলাম জ্ঞানের বীজ,
রাত্রি দিনে শয়নে স্বপনে, পরিচর্যাও করেছি নিজ,
আমার ফসল- এইতো আমি, তুলছি ঘরে দিবসযামী-
জল হাওয়া যা বইছে হেথা, সেতো আমিই ছিলাম নিজ।

With them the Seed of Wisdom did I sow,
And with my own hand labour'd it to grow:
And this was all the Harvest that I reap'd -
"I came like Water, and like Wind I go."

২৯
জানিনা কেন এ ব্রহ্মাণ্ডে, বাধ্যকতার বইছে স্রোত
কোথা থেকে তার প্রবল ঢেউ, দুলিয়ে দেয় জীবন পোত।
এবং তার বদ হাওয়াতে, ভাসছি আমি দিনে রাতে-
লক্ষ্য বিহীন যাত্রা আমার, জানে শুধুই অজানা স্রোত।

Into this Universe, and *why* not knowing,
Nor *whence*, like Water willy-nilly flowing:
And out of it, as Wind along the Waste,
I know not *whither*, willy-nilly blowing.

৩০
কোথায় কখন কেমন করে, কেউ করেনি জিজ্ঞাসা,
হুড়োহুড়ির জগতে এলাম, এবার হেথায় খেলো পাশা!
গেলাসের পর আরো গেলাসে, ডুবেছি আমি লাল শরাবে,
নিত্যদিনের তামাশা ভুলে, এইতো আছি বেশ খাশা।

What, without asking, hither hurried *whence*?
And, without asking, *whither* hurried hence !
Another and another Cup to drown
The Memory of this Impertinence !

৩১
জীবন থেকে দিলাম পাড়ি, আসমানের সাত দুয়ার,
শনির সিংহাসনটা ফুরে পাড়িও দিলাম রাজ্য তার,
এবং পথের সকল ধাঁধা, উৎরে গেলাম তারও বাধা
রইলো পড়ে মৃত্যু ধূলায়, ভাগ্য নিয়ে মানবতার !

Up from Earth's Centre through the Seventh Gate
I rose, and on the Throne of Saturn sate,
And many Knots unravel'd by the Road;
But not the Knot of Human Death and Fate.

৩২
সেথায় একটি দুয়ার পেলাম, পাইনি চাবি খুঁজে তার
অতীত নামের পর্দা ঘেরা,যায়না দেখা এপার ওপার
আপন মনে ফিসফিসিয়ে, চলছে কথা আমি ও সে
সে আর আমি অনুভবেই,অস্তিত্ব নেই তাহার!

There was a Door to which I found no Key:
There was a Veil past which I could not see:
Some little Talk awhile of ME and THEE
There seem'd - and then no more of THEE and ME.

৩৩
তারপর সেই স্বর্গ পানে যেতে যেতে আমি চিৎকারে,
প্রশ্ন করি- ছিল কি কোন আলোর দিশা তাদের তরে;
যেথায় মানুষ ভাগ্য হাতে, হাবুডুবু খায় অন্ধকারে?
-“অন্ধ বোধের” স্বর্গ আমায়; বলেনি কিছুই উত্তরে!

Then to the rolling Heav'n itself I cried,
Asking, " What Lamp had Destiny to guide
Her little Children stumbling in the Dark?"
And - "A blind Understanding!" Heav'n replied.

৩৪
তারপর এই মাটির পাত্রে, বুঝে শুনেই হলাম স্থির;
আমার এ ঠোঁট রহস্যময় জীবন শেখার দীক্ষা নীড়।
বিড়বিড়িয়ে দুঠোঁট সদা, "বেঁচেই যখন পান করে যা"
মৃত্যু থেকে ফেরেনা কেউ, একবার সেথা হলে স্থির।

Then to this earthen Bowl did I adjourn
My Lip the secret Well of Life to learn:
And Lip to Lip it murmur'd - "While you live
Drink ! - for once dead you never shall return."

৩৫
যদিও জানি সে পেয়ালাখানি, ভঙ্গুর আজ, তবুও তার;
দীপ্ত কণ্ঠ বলছে যেন- একদিন ছিল জীবন তার!
মধুময় তার শীতল ঠোঁটে, আমিও চুমু দিয়েছি বটে-
কে রাখে হিসাব কতবার, হিসাব কি হয় ভালোবাসার?

I think the Vessel, that with fugitive
Articulation answer'd, once did live,
And merry-make; and the cold Lip I kiss'd
How many Kisses might it take - and give !

৩৬
বাজার যেথা, ঠিক সেখানে, একদিন এক সন্ধ্যাকাল,
দেখলাম এক কুম্ভকারে, ছেনছে ভেজা কাদার তাল;
নিষ্পেশনের প্রবল পিষে, কাদার জিভ বেড়িয়ে এসে-
আকুতি জানায়, আস্তে ভায়া; প্রার্থনাতে বেসামাল

For in the Market-place, one Dusk of Day,
I watch'd the Potter thumping his wet Clay:
And with its all obliterated Tongue
It murmur'd - "Gently, Brother, gently, pray!"

৩৭
আরো সাকী ঢালো পেয়ালায়ঃ-দেখছো একই কুজকাওয়াজ,
পায়ের নীচে সময়গুলো-পিছলে যাওয়াই তাদের কাজ;
আগামীকাল- সে অনাগত, গতকাল যা আজকে মৃত-
সে হতাশা লাভ কি পুষে- নগদ সুধা পাও যদি আজ!

Ah, fill the Cup: - what boots it to repeat
How Time is slipping underneath our Feet:
Unborn TO-M0RROW, and dead YESTERDAY,
Why fret about them if TO-DAY be sweet

৩৮
ধবংসমূখী চলমান এই বিশ্বমাঝের প্রতিটি ক্ষণ,
প্রতি লহমা জীবন পংক্তি ভলোবাসারই অনুরণন!
গ্রহ নক্ষত্র এক কাফেলায়; মিথ্যে ডাহা উষার আশায়;
আর দেরী নয় ওঠরে বোকা, কর সময়ের স্বাদ গ্রহন!

One Moment in Annihilation's Waste,
One Moment, of the Well of Life to taste -
The Stars are setting and the Caravan
Starts for the Dawn of Nothing - Oh, make haste !

৩৯
আর কতকাল থাকবো ধ্যানে অসীম সুখের সন্ধানে,
নিস্ফলা সব নিছক তর্কে আর কতকাল কে জানে?
তারচে থাকি রসে কষে, জীবন ভিজাই আঙুর রসে-
মৌজ ভালো মরার চেয়ে- বিষন্নতার বিষবানে।

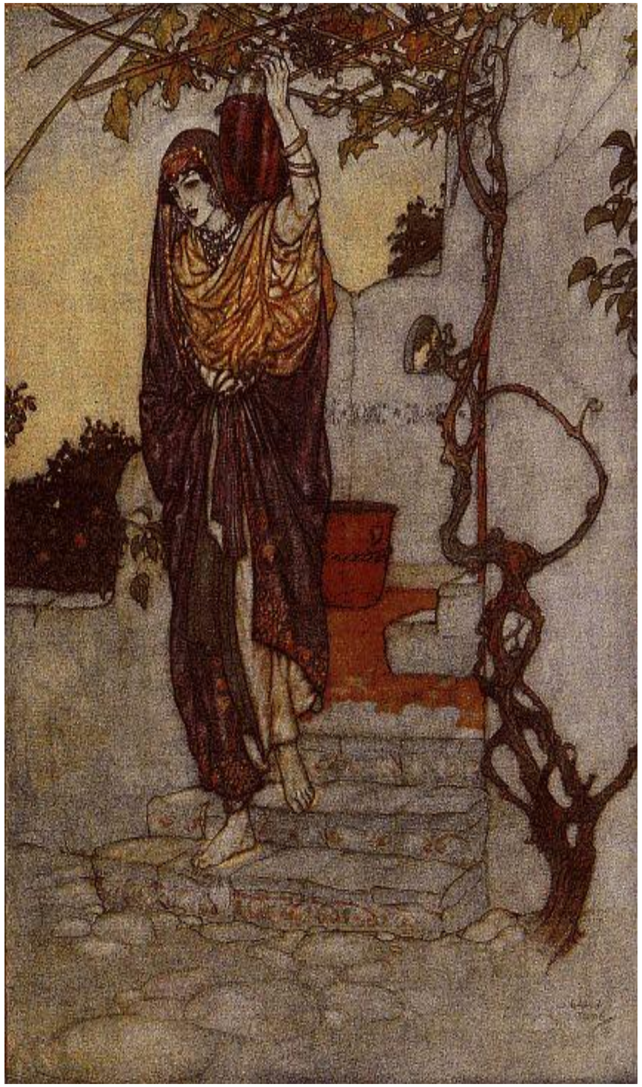
How long, how long, in infinite Pursuit
Of This and That endeavour and dispute?
Better be merry with the fruitful Grape
Than sadden after none, or bitter, Fruit.

৪০
তুমি কি জানো বন্ধু প্রিয় কতদিন পর আমার ঘর,
নতুন বিয়ের মৌজে সেজেছে মদিরা মুখোর পান আসর,
তালাক দিয়েছি শয্যা থেকে, পুরোন নিছক চিন্তাকে-
দ্রাক্ষা দুহিতা প্রণয়ী আমার, তার বাহুডোরে প্রেম বাসর!

You know, my Friends, how long since in my House
For a new Marriage I did make Carouse:
Divorced old barren Reason from my Bed,
And took the Daughter of the Vine to Spouse.

৪১
হয়তো নয়তো চলছে হয়তো নিয়মনীতি সব মিলে
উত্থান আর পতন কিন্তু জীবনে বড়ই গড় মিলে;
বুঝে শুনেই বলছি শোন, পাইনি জীবনে মদির কোন
শরাবের চেয়ে গভীর বোধের যা চায় আমার খাশ দিলে!

For "IS" and "IS-NOT" though *with* Rule and Line,
And "UP-AND-DOWN" *without*, I could define,
I yet in all I only cared to know,
Was never deep in anything but - Wine.



৪২
এইতো সেদিন সরাইখানায়, খোলা দরোজার পথ ধরে,
দেবদূত এক আসলো হঠাৎ সাঁঝের আঁধার ভেদ করে,
কাঁধের উপর চোলাই ঘড়া, ‘পান করে নে’ আদেশ কড়া,
চেখে দেখি, নিত্যদিনের- আঙুর পেষা গন্ধরে!

And lately, by the Tavern Door agape,
Came stealing through the Dusk an Angel Shape
Bearing a Vessel on his Shoulder; and
He bid me taste of it; and 'twas - the Grape!

৪৩
এইযে আঙুর সুধা ভরা তারও আছে যুক্তিধারা,
দুই অথবা সত্তরবার, যেমন খুশী হোকনা নাড়া,
মুহূর্তে এক বিদগ্ধ মন- এমন একটি রসায়ন;
বদলে দিতে পারে জীবন-সীসা থেকে স্বর্ণপারা।

The Grape that can with Logic absolute
The Two-and-Seventy jarring Sects confute:
The subtle Alchemist that in a Trice
Life's leaden Metal into Gold transmute.

৪৪
সেই যে ছিল শক্তিশালী দিকবিজয়ী বীর মাহমুদ,
নিমজ্জিত তখন যারা, অবিশ্বাসে ছিল বুদ,
কলুষতার যাঁতাকলে, আত্মা ছিল বেদখলে;
ঝলমলে তাঁর তলোয়ারে, তাদের হলো তামামশুদ!

The mighty Mahmud, the victorious Lord,
That all the misbelieving and black Horde
Of Fears and Sorrows that infest the Soul.
Scatters and slays with his enchanted Sword.

৪৫
জ্ঞানবেত্তা আসুক তবে, তর্ক করি একসাথে,
মহাবিশ্বের শাস্ত্র নিয়ে চলুক লড়াই ঝগড়াতে:
সকল কোণে দিনেরাতে যুক্তিতর্কের হল্লাতে,
তুমিও খেলো তেমন করে আছো যেমন এ খেলাতে।

But leave the Wise to wrangle, and with me
The Quarrel of the Universe let be:
And, in some corner of the Hubbub coucht,
Make Game of that which makes as much of Thee.

৪৬
ভিতর বাইরে, উপরে নীচে এবং যা সব ডানে বাঁয়,
আর কিছু নয়- ভেল্কিবাজী, ছায়াকায়ার মায়া দেখায়,
এ যেন সেই বাক্সে ভরা, মোম আলোতে খেলা করা
ভুতের মত ছায়াগুলো, আসে এবং চলেও যায়।

For in and out, above, about, below,
'Tis nothing but a Magic Shadow-show,
Play'd in a Box whose Candle is the Sun,
Round which we Phantom Figures come and go.

৪৭
এবং যখন মদিরা পানে পেয়ালাতে তুমি দাও চুমুক,
কিছুই রয়না পরিশেষে, ফুরায় শেষের বিন্দুটুক,
তবুও তুমি রঙ্গে থাকো, বেশভূষাতে তুঙ্গে থাকো-
তারপরে কি শুন্য ছাড়া? তারপরে কি শেষের টুক?

And if the Wine you drink, the Lip you press,
End in the Nothing all Things end in - Yes -
Then fancy while Thou art, Thou art but what
Thou shalt be - Nothing - Thou shalt not be less.

৪৮
যখন গোলাপ দোল খেয়ে যায়, মন্দা বায়ে নদীর তীর,
খৈয়াম বুড়ো পান করে যায়, পুরোন শরাব- রং চুনীরঃ
এবং যখন ফেরেশতা একা, হাজির হাতে ভাগ্যলেখা,
ডাকলে তোমায়, বরণ করো; হয়না যাতে নত শির!

While the Rose blows along the River Brink,
With old Khayyam the Ruby Vintage drink:
And when the Angel with his darker Draught
Draws up to Thee - take that, and do not shrink.

৪৯
এইতো সবই রাত্রিদিনের সাদা কালোর দাবার ঘর,
ভাগ্য যেথায় মানুষ নিয়ে যাচ্ছে খেলে সময় পরঃ
মানুষ ঘুঁটির ঘোরাফেরা- মাত করা আর বধ করা,
এবং সবাই একে একে, ফিরছে বাক্সে খেলার পর।

'Tis all a Chequer-board of Nights and Days
Where Destiny with Men for Pieces plays:
Hither and thither moves, and mates, and slays,
And one by one back in the Closet lays.

৫০
পক্ষ কিম্বা বিপক্ষ নিয়ে- বলের নিজের প্রশ্ন নাই,
খেলুরে যেমন করছে আঘাত ডানেবাঁয়ে ছুটছে তাই;
চালছে তিনি যেমন করে, তুমিও খেলো মাঠের পরে
সবকিছু তো তিনিই জানেন, অজানা তাঁর কিছুই নাই!

The Ball no Question makes of Ayes and Noes,
But Right or Left as strikes the Player goes;
And He that toss'd Thee down into the Field,
He knows about it all - HE knows - HE knows !

৫১
সদা চলমান আঙ্গুলগুলো যাচ্ছে লিখে ভাগ্য রায়,
লিখে যায়, লিখে যায়, লিখে যায় তার বিবেচনায়ঃ
প্রলুব্ধ সে হয়না ধর্মে, না কোন স্বাক্ষী-না কোন কর্মে;
সারা জীবনের অশ্রু দিয়েও একটি হরফও মোছেনা হায়!

The Moving Finger writes; and, having writ,
Moves on: nor all thy Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all thy Tears wash out a Word of it.

৫২
এবং ঐযে উল্টানো বাটি, আমরা যাকে ডাকি আকাশ,
তার নীচে মোদের হামাগুড়ি জীবন, জন্ম মৃত্যু দীর্ঘশ্বাস,
কেন তোল হাত নিয়ে বিশ্বাস, যেখানে কোন নেই আশ্বাস;
অসহায় এক আকাশের নীচে আমি ও তুমি করছি বাস।

And that inverted Bowl we call The Sky,
Whereunder crawling coop't we live and die,
Lift not thy hands to *It* for help - for It
Rolls impotently on as Thou or I.

৫৩
এই পৃথিবীর প্রথম কাদায় সৃষ্টি হয়েছে শেষ আদম
এবং সর্ব শেষ ফসলের শেষ বীজটিই হয়েছে রোপনঃ
হ্যাঁ, তাইতো প্রথম উষায়, সকল সৃষ্টি এসেছে লেখায়
শেষ উষাতে সবই যে তার, হবে হিসাব- হবে পঠন।

With Earth's first Clay They did the Last Man's knead,
And then of the Last Harvest sow'd the Seed:
Yea, the first Morning of Creation wrote
What the Last Dawn of Reckoning shall read.

৫৪
তোমায় আমি বলছি শোন, স্বর্গ থেকে যাত্রা শুরু,
জ্বলন্ত এক অশ্ব কাঁধে, সওয়ার- হৃদয় দুরুদুরু
ছেড়ে এলাম স্বর্গ তারা, পারভীন আর মুশতারা-
পূর্বলেখা ভাগ্য নিয়ে, ধূলোর ধরায় জীবন শুরু।

I tell Thee this - When, starting from the Goal,
Over the shoulders of the flaming Foal
Of Heav'n Parwin and Mushtara they flung,
In my predestin'd Plot of Dust and Soul.

৫৫
দ্রাক্ষালতা বেঁধেছে আমায়, রেখেছে জড়িয়ে বেশ কষে,
বিদ্রুপ করে ধ্যানী সুফীরা, নানান কথায় নানা রসে,
হয়তো আমার মৌলিকতা, গড়বে চাবি- জ্ঞান যথা-
বিনা চিৎকারে খুলবে তা-অবরুদ্ধ দ্বারে পশে।

The Vine had struck a Fibre; which about
If clings my Being - let the Sufi flout;
Of my Base Metal may be filed a Key,
That shall unlock the Door he howls without.

৫৬
এবং আমি বুঝতে পারি: কোন আলোটি সত্যিকার,
কোন আলোতে জমছে ঘৃণা, কোন আলো্টা ভালোবাসার
এক মুহুর্তের আলোর শান, সরাইখানায় যা বিরাজমান
সেও তো ভাল মন্দিরে যা, সরাসরি শূণ্যসার।

And this I know: whether the one True Light,
Kindle to Love, or Wrath consume me quite,
One glimpse of It within the Tavern caught
Better than in the Temple lost outright.

৫৭
তুমিই আমাকে লাগাম দিয়েছ, পেতেছ এখানে নানান ফাঁদ,
বিছিয়ে রেখেছ আমার পথে, কত না রঙ্গ, কত যে সাধ,
পূর্ব লিখিত ভাগ্য আমার, ঘুরছি এ পথে চক্রাকার-
অভিযুক্ত করো কেন তবু- পতিত আমি, আমারই পাপ?

Oh, Thou, who didst - with Pitfall and with Gin
Beset the Road I was to wander in,
Thou wilt not with Predestination round
Enmesh me, and impute my Fall to Sin?

৫৮
তুমি কি করোনি মানুষ সৃজন পৃথিবীর এই প্রান্তরে,
এবং তুমি কি সৃজন করোনি, স্বর্গের সেই অজগরে?
সকল পাপের কলঙ্ক মুখে,মানুষ বাঁচে ক্ষমা নিয়ে বুকে-
তার বিনিময়ে এ প্রার্থনা- তুমিও দিও ক্ষমা করে!

Oh, Thou, who Man of baser Earth didst make,
And who with Eden didst devise the Snake;
For all the Sin where with the Face of Man
Is blacken'd, Man's Forgiveness give - and take !

KUZA-NAMA

৫৯
আবার শোন, কোন একাদিন রমযান মাসে সন্ধ্যা প্রায়
সেখানে আঁধারে উঠেছিল এক স্পষ্ট চাঁদ আকাশের গায়,
সেই যে পুরোন কুমারদোকান- দাঁড়িয়ে পাশে একাই ছিলাম,
সারি বেধে যারা ঘিরে আমাকে, তৈরী সবই মৃত্তিকায়।

Listen again. One evening at the Close
Of Ramazan, ere the better Moon arose,
In that old Potter's Shop I stood alone
With the clay Population round in Rows.

৬০
এবং সত্যি অবাক করা, এই যে সকল মাটির ঘড়া
কেউ এখানে বেশ মানিয়ে, কেউবা আবার ঝিমিয়ে পড়াঃ
এবং হঠাৎ, কোন এক তার, 'ধর্য্য-হারিয়ে করে চিৎকার -
কে সে কুমার, কে সে পেয়ালা, প্রার্থনা বা কিসের করা?

And, strange to tell, among that Earthen Lot
Some could articulate, while others not:
And suddenly one more impatient cried-
Who *is* the Potter, pray, and who the Pot ?

৬১
অতঃপর বলে আরেকজনে-নিরর্থক তো কিছুই নয়,
আমার আকর এখান থেকে, ছড়িয়ে যা এ পৃথিবীময়;
যিনি আমাকে সূক্ষ্মভাবে, তুলেছে গড়ে এই অবয়বে-
তিনিই আবার ফিরিয়ে দেবে এই মাটিতেই সুনিশ্চয়।

Then said another - "Surely not in vain
My Substance from the common Earth was ta'en,
That He who subtly wrought me into Shape
Should stamp me back to common Earth again."

৬২
অন্য আরেক বলছিল -'কেন সেই এক অবাক ছেলে,
আনন্দপান যে পেয়ালায় করে - নিজেই তা ভেঙে ফেলে;
আবার কি তবে মন মমতায়, পরম প্রীতি ভালোবাসায়;
গড়বে পেয়ালা মুগ্ধ নকশায়- ক্রোধ তার থেমে গেলে"!

Another said - "Why ne'er a peevish Boy,
Would break the Bowl from which he drank in Joy;
Shall He that *made* the Vessel in pure Love
And Fancy, in an after Rage destroy !"

৬৩
কেউই দিলোনা জবাব যখন, ভাঙলো তখন নীরবতা,
কদর্য এক পেয়ালা সেখানে, নির্মাণে নেই নিপুণতাঃ
'তাদের চোখে ব্যাঙ্গ ছটা, বলছে যেন কি হলো এটা'!
তবে কি কুমারের কেঁপেছে হাত, অথবা পায়নি মমতা?

None answer'd this; but after Silence spake
A Vessel of a more ungainly Make:
"They sneer at me for leaning all awry
What ! did the Hand then of the Potter shake ?"

৬৪
বললো কে যেন-“কর্কশ এক কঠিন চিবুক অবিচল
এবং তার বিকট মুখে জাহান্নামের ধোঁয়ার ঢল;
বিচার হবে কঠিন হাতে-করবে প্রশ্ন অবজ্ঞাতে!
তিনি বড়ই মানুষ ভাল, ন্যায় বিচার তার সকল।”

Said one - "Folks of a surly Tapster tell,
And daub his Visage with the Smoke of Hell;
They talk of some strict Testing of us - Pish !
He's a Good Fellow, and 'twill all be well."

৬৫
আরেকজনে বললে তখন, লম্বা টেনে দীর্ঘশ্বাস,
“দীর্ঘদিনে বিস্মৃতিতে শুস্ক কাদায় মরু তিয়াস:
তবে, যদি আবার ঢালো, পুরোন সেই মদিরাগুলো,
আবার আমি উঠবো জেগে নতুন করে বইবে শ্বাস!”

Then said another with a long-drawn Sigh,
"My Clay with long oblivion is gone dry:
But, fill me with the old familiar juice,
Methinks I might recover by-and-bye !"

৬৫
তারপর সেই পাত্রগুলো, আড্ডা-কথায় ছিলো মাৎ,
একজনে তার আকাশ খোঁজে-চাইছে সবাই নতুন চাঁদ;
এবং তারা একে অপরে, বলছে “ও ভাই কনুই মেরে!
খেপিয়ে দে না কুম্ভকারে, কাঁধের উপর গাঁট মেরে!”

So while the Vessels one by one were speaking,
One spied the little Crescent all were seeking:
And then they jogged each other, "Brother ! Brother !
Hark to the Porter's Shoulder-knot a-creaking !"

৬৭
বিষাদে যখন সুরারসে পাই নবজীবনের সঞ্জীবন-
এবং তাতেই গোসল দিও, যখন আমার হয় মরণ;
এবং সবুজ আঙুর পাতা, মুড়িয়ে দিও কাফন যথা,
তারপর কোন ফুল বাগিচার পাশে যেন হয় মোর দাফন।

Ah, with the Grape my fading Life provide,
And wash my Body whence the Life has died,
And in a Windingsheet of Vine-leaf wrapt,
So bury me by some sweet Garden-side.

৬৮
আমার গোরের ধূলিকণা যত রাখবে পেতে এমন ফাঁদ,
উড়াবে বাতাসে মদিরা সুবাস, জাগিয়ে তোলা নেশার সাধ,
হয়ত নিরেট বিশ্বাসী দল, চলতে পথে হবে টলমল,
পতিত হবে নেশার জালে, অজান্তে হবে তারা উন্মাদ।

That ev'n my buried Ashes such a Snare
Of Perfume shall fling up into the Air,
As not a True Believer passing by
But shall be overtaken unaware.

৬৯
সত্যিই আমি দীর্ঘ দিন, সেই প্রতিমাকে ভালবেসে-
কৃতিত্ব মোর মানুষের চোখে ভুলভাল হয়ে গেছে;
সম্ভ্রম মোর যা ছিলো হায়, ডুবে গেছে তা সুধা পেয়ালায়,
শুধুই একটি গানের জন্য আমার খ্যাতি দিয়েছি বেচে।

Indeed the Idols I have loved so long
Have done my Credit in Men's Eye much wrong;
Have drown'd my Honour in a shallow Cup,
And sold my Reputation for a Song.

৭০
সত্যি আমি কি, ভেবে চিন্তে, কসম কেটেছি অনুতাপে,
আমি কি ছিলাম স্বচ্ছন্দ, না ছিলাম নেশার ঘোর চাপে?
এবং যখনই ফাগুন এলো, গোলাপ হাতে-আমি এলোমেলো,
ভেঙে গেলো মোর সকল কসম, ডুবে যাই ফের পেয়ালাতে।

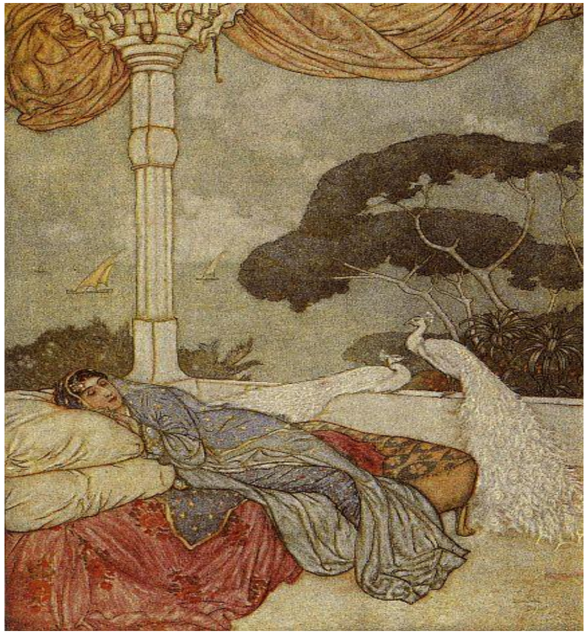
Indeed, indeed, Repentance oft before
I swore - but was I sober when I swore ?
And then and then came Spring, and Rose-in-hand
My thread-bare Penitence apieces tore.

৭১
এবং অবিশ্বাসীর মতন, শরাবের যেন সেই আচরণ,
এবং লুট হয়েছে সুনাম, লুট হয়ে গেছে আমার মন।
তা হোক-ভাল, বিস্ময়ে মরি, কিসের লাভে একজন শুঁড়ী
বেশি দামে কিনে অর্ধেকে তার দ্রাক্ষারসের করে বিপণন।

And much as Wine has play'd the Infidel,
And robb'd me of my Robe of Honour - well,
I often wonder what the Vintners buy
One half so precious as the Goods they sell.

৭২
সে বসন্ত মুছে যাবে হায়, গোলাপের সাথে জানি,
সুবাসি স্মৃতির যৌবন- সেই পান্ডুলিপিও খানি !
যে শাখায় বসে গীতল পাখী ধ্রুপদী গেয়েছে জীবন মাখি,
উড়াল দেবে সে কোথায় আবার, কি বা তার বল জানি!

Alas, that Spring should vanish with the Rose
That Youth's sweet-scented Manuscript should close!
The Nightingale that in the Branches sang,
Ah, whence, and whither flown again, who knows !



৭৩
হে প্রিয় আমার, তুমি আর আমি, পারিনা ভাগ্য বদলাতে,
দুঃখগুলোকে বুঝে বুঝে, জড়িয়ে যা আছে জীবন সাথে,
পারি নাকি তা ভেঙে পলে পলে, যা নিয়ে থাকি অশ্রুসজলে-
এবং তখন পারিনা সাজাতে, হৃদয়ে চাওয়া ইচ্ছার অনুপাতে!

Ah Love ! could thou and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits - and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire !

৭৪
মধুকরী চাঁদ জানেনা আহা, কাকে বলে জীবনের ক্ষয়,
বারবার স্বর্গের চাঁদ,তারাভরা আকাশে হয় যে উদয়ঃ
পুরোন বাগিচায় উদয়ের পরে, হয়তো আকুলতা ভরে-
বৃথাই খুজবে আমায় হায়, একদিন যার সাথে ছিল পরিচয়!

Ah, Moon of my Delight who know'st no wane,
The Moon of Heav'n is rising once again:
How oft hereafter rising shall she look
Through this same Garden after me - in vain!

৭৫
এবং তুমি উজলা পায়ে এগোবে যখন পথ ধরে,
অতিথি তারারা এলোমেলো হয়ে রয়েছে বসে ঘাস পরে,
তোমার সেই আনন্দধামে, বার্তা পোঁছে গেছে সেখানে;
যেথায় ছিলাম; রয়েছে এখন-শূন্য পেয়ালা উপুড় পড়ে!

And when Thyself with shining Foot shall pass
Among the Guests Star-scatter'd on the Grass,
And in thy joyous Errand reach the Spot
Where I made one - turn down an empty Glass !

তামাম শোধ

বিশ্বনন্দিত একটি ধ্রুপদী সাহিত্য
পড়ার জন্য আপনাকে অনেক
ধন্যবাদ

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

কাব্যিক বাংলা অনুবাদ

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

ইংরেজী অনুবাদ
এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড এর
প্রথম সংস্করণ ১৮৫৯ থেকে

ইবুক প্রকাশনা ফেব্রুয়ারী ২০২০

প্রকাশনায়ঃ ফোরাম ফর কালচার এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট